দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 2 8 JAN 2007 .
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন সঙ্কট

আবু হেনা মুক্তি

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন সংকটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র দুটি একাডেমিক ভবন রয়েছে, যার প্রথমটি নির্মিত হয়েছে ১৯৯৬ আর দ্বিতীয়টি নির্মিত হয় ১৯৯৮ সালে। তখন খুবির ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র দেড় হাজার যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে চার হাজারে। কিন্তু সে তুলনায় একাডেমিক ভবনের সংখ্যা বাড়েনি। ফলে সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। খুবির বর্তমান ১৬টি ডিসিপ্লিনের অফিস ও ক্লাসরুম, লাইব্রেরি শিক্ষকদের রুম, মর্ডান ল্যাংগুয়জ সেন্টার, এমবিএ ডিসিপ্লিনগুলোর নিজস্ব ল্যাব ও সেমিনার লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, কনফারেন্স ডিন। অফিস মসজিদ গবেষণা সেলসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে মাত্র দুটি একাডেমিক ভবন যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হওয়া 'সমাজ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিন। প্রথম একাডেমিক ভবনে নামমাত্র অফিস থাকলেও এই দুই ভবনে তাদের কোন ক্লাসরুমের ব্যবস্থা হয়নি। তাই তাদের ক্লাস করতে হয় ভেতরে একটা টিনশেড রুমে। যেখানে মশাসহ বিভিন্ন কীটপতঙ্গ তাদের নিত্যসঙ্গী। এছাড়া নতুন প্রশাসনিক ভবনের ফার্সী ভাষা ক্লাসরুমে তাদের ঠিক বেলা ক্লাস করার সুযোগ রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রায়হান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অন্যান্য ডিসিপ্লিনগুলো তাদের পৈতৃক সম্পত্তির মত করে ক্লাস রুমে ডিসিপ্লিনের নাম ও কোন বর্ষের কেউ ক্লাস করতে পারবে না। এরকম নিয়ম বিশ্বের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিন একটা স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওই দুটো ভবনে ক্লাস করা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমনকি এই ডিসিপ্লিনের কোন সেমিনার লাইব্রেরি ও কম্পিউটার ল্যাব নেই। এছাড়া শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত রুম না থাকায় একই রুমে ২/৩ শিক্ষক এবং অনেক সময় ভাসমান অবস্থায় থাকতে হয় প্রায় সব ডিসিপ্লিনের শিক্ষককে। এমনকি করিডোরের খালি জায়গায়ে ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে আলো-বাতাস চলাচলে প্রচণ্ড বিঘ্ন ঘটছে। অন্যদিকে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া নবীন শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। এই অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েও আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে সমাজবিজ্ঞান ছাড়া নবীনদের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, নতুন একাডেমিক ভবনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য ১৭ কোটি টাকা অনুমোদন হলেও তা এখনও ছাড় না হওয়ায় নতুন ভবন তৈরি করা যাচ্ছে না।